যামিনীভূষণ
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল

ঃ স্মারক পুস্তিকা ঃ

রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল
স্থাপনোদ্দেশ্যে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হস্তে

ঃ আনুষ্ঠানিক অর্পণ ও শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঃ

১৪ই আশ্বিন, ১৩৭১

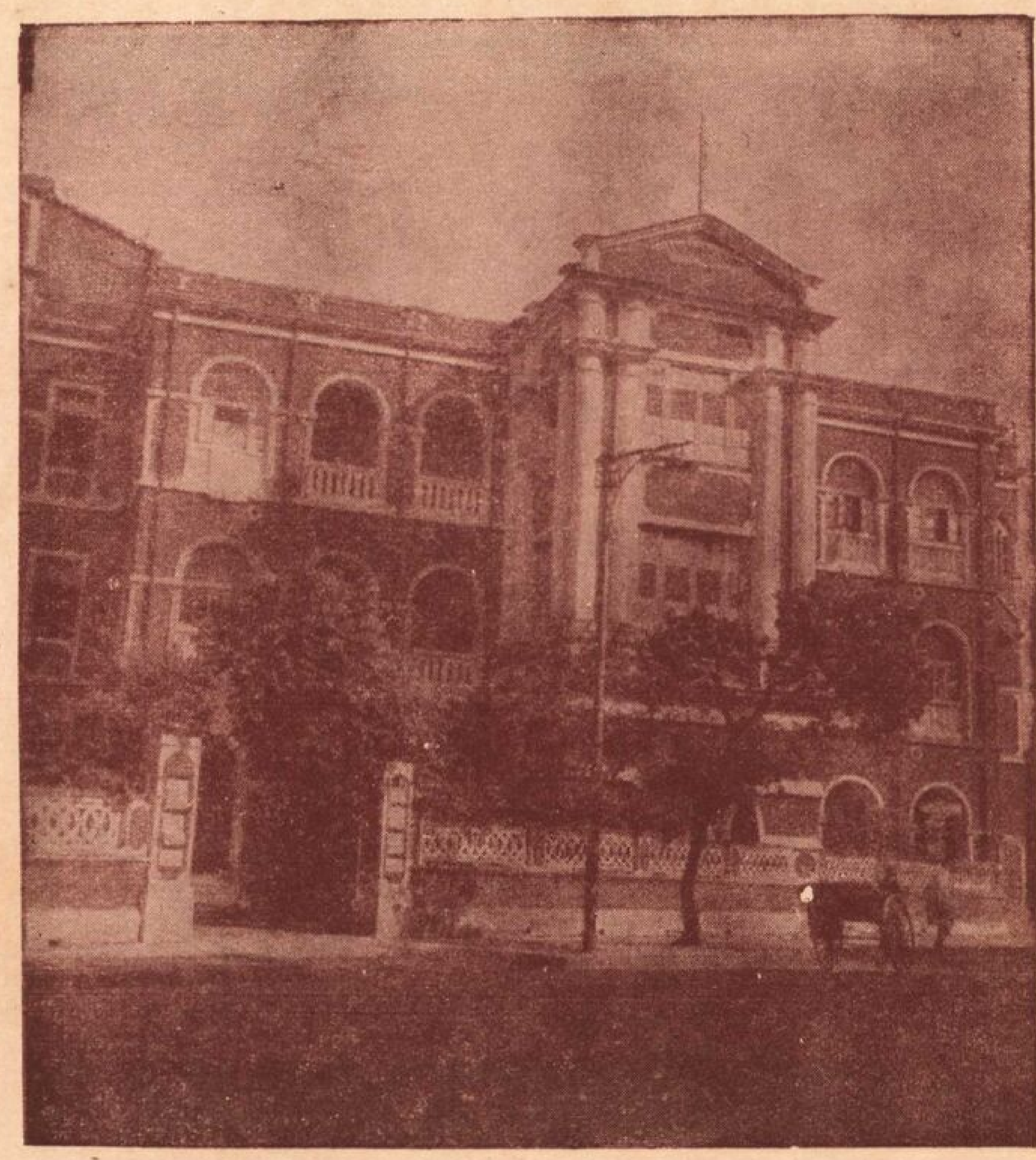

সাধারণ হাসপাতাল

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠাতা

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

আবির্ভাব ১৭ই আষাঢ় ১২৮৬ তিরোভাব ২৬শে শ্রাবণ ১৩৩৩

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রেরণাদতা
যামিনীভূষণের গুরু

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপক

মহাত্মা গান্ধী

যামনী ভুষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ আরোগ্যশালার

উদ্বোধক

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

SECRETARY TO THE PRESIDENT OF INDIA
RASTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI-4.

No. F.9(3)-G/64.

भारत के राष्ट्रपति के सचिव,
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-४

August 21, 1964
Sravans 30, 1886 (Saka)

Dear Shri Roy,

The President is glad to know that the Jamini Bhushan Ashtanga Ayurveda Vidyalayaya has been continuing its good work and is now to become a State Ayurvedic College and Hospital. He sends his best wishes on the occation.

Yours Sincerely,
Sd/S. Dutt

Shri Surja Kanta Roy
Secretary
J.B.A.A.V. Jubilee Committee

১৯৪১ সালে যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার
রজত জয়ন্তী উৎসবে পৌরহিত্য করেন
ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি

ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

Governor of West Bengal.

Raj Bhavan,
Calcutta.
September 12, 1964.

I send my good wishes on the occasion of the formal handing over of the Jamini Bhushan Ashtanga Ayurveda Vidyalaya and Ayurvediya Arogyasala to the State Government on 30th September, 1964.

Ayurveda is our ancient heritage and I hope that, run by the State Government, this Ayurvedic College and Hospital will continue to popularise Ayurveda among our people.

Sd/ Padmaja Naidu.
Governor of West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আয়ুর্বেদানুরাগী

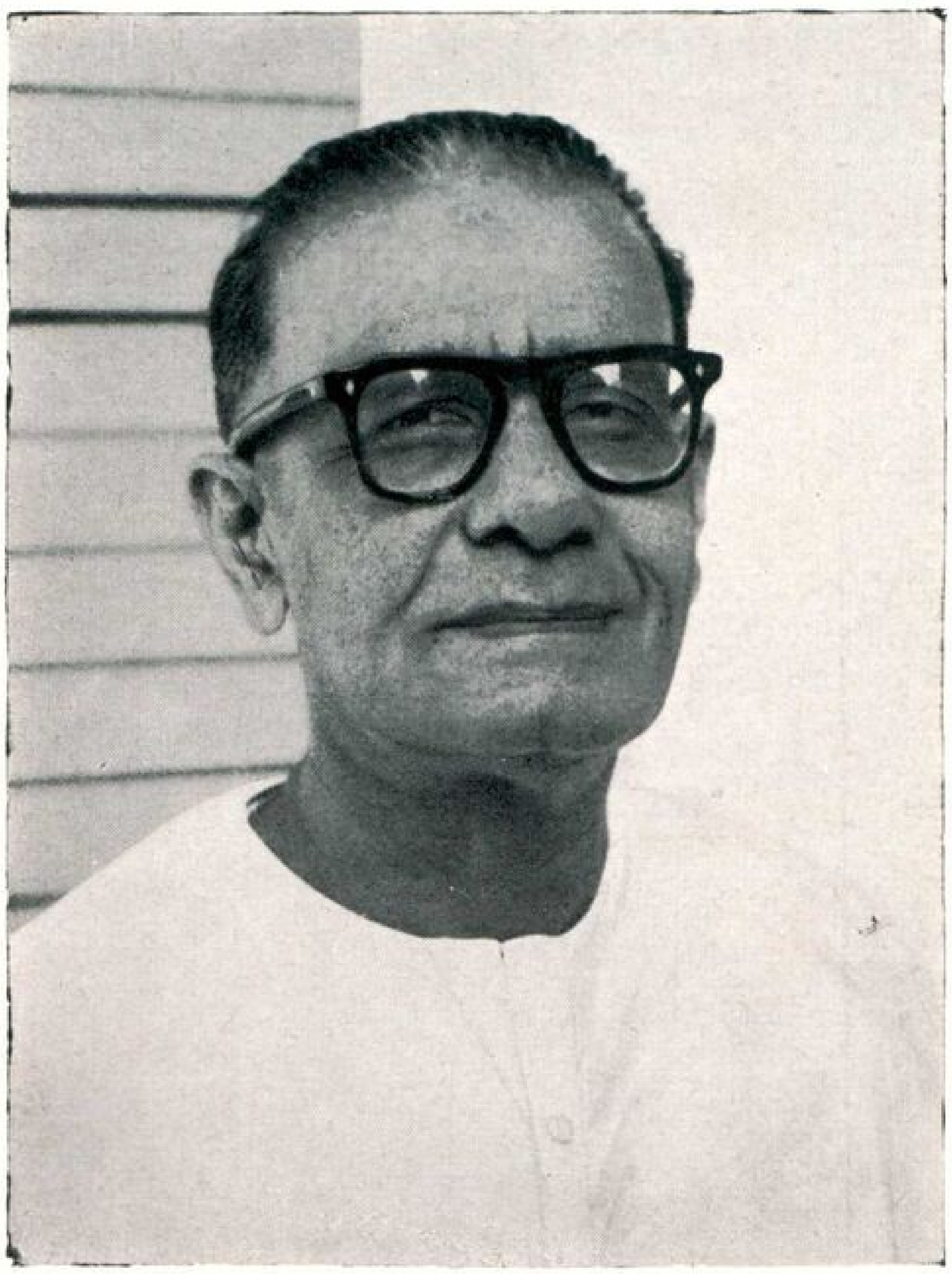

CHIEF MINISTER
West Bengal
Calcutta
September, 16, 1964.

The Jamini Bhusan Ashtanga Ayurveda Vidyalaya and Ayurvediya Arogyasala is being taken over this year to be converted into a State College and Hospital of Ayurveda. Founded in 1916 by the late Kaviraj Jamini Bhusan Roy this institution which received the blessings of Mahatma Gandhi himself who laid the foundation of the new building in 1925, will celebrate its Golden Jubilee in 1966.

I wish the institution all the best in the years to come.

Sd/- Prafulla Chandra Sen.
(P. C. Sen)

রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের রূপদানকারী
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

MINISTER
DEPARTMENT OF HEALTH
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
The 21st September, 1964.

The origin of the Jamini Bhusan Ashtanga Ayurveda Vidyalaya and Ayurvediya Arogyasala may be traced as far back as 1916. Since then, it has been catering the needs of suffering humanity not only of this great city of ours but also of our State.

The Institution has been taken over by the Government of West Bengal on 1st August, 1964 conversion it into a State Ayurvedic College and Hospital. The formal handing over ceremony to our beloved Chief Minister on behalf of West Bengal Government will be held on 30th September,

I hope the Institution will be able to serve the people of the State in the same tradition as it did during its long existence.

I wish the organisers of the function all success.

Sd/- Purabi Mukhopadhyay

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী

দীর্ঘ দুইশত বর্ষব্যাপী পরাধীনতার পর বাংলাদেশে আয়ুর্ব্বেদের ভাগ্যাকাশে নব সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদসেবী চিকিৎসকগণ রাষ্ট্রস্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রসার ও উন্নতির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। বিদেশী শাসকদের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের দরুণ জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের নব যুগের প্রবর্ত্তক পুণ্যশ্লোক মনিষী কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায় যুগোপযোগী পাশ্চাত্য চিকিৎসার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আয়ুর্ব্বদশিক্ষার উন্নতি এবং আর্ত্তসেবার মহানব্রত গ্রহণ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যামিনীভূষণের মহান আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আজ প্রথম পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকের এই শুভলগ্নের পিছনে আছে বহুজনের বহুদিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রেরণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা। আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মনোমোহন পাণ্ডে, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই সব উদ্যোক্তা, কর্ম্মবীর ও দাতাদের যাঁহাদের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে এই সুদীর্ঘকাল নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। চিরকালই ইহারা আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

আজ আয়ুর্ব্বেদ রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদসেবীগণের দায়িত্বও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সে দায়িত্ব বহনের জন্য রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিটী কর্মীকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আপনাদের সেই উদ্যোগ সাফল্যলাভ করুক ইহাই একান্ত কাম্য। প্রার্থনা করি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ পুনরায় সেই মর্যাদা ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা

পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের রাষ্ট্রস্বীকৃতিদানের উদ্যোক্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ডাঃ অনাথবন্ধু রায়

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের মহান কীর্ত্তি। ইহার বৃহদায়তন সেই কর্মবীর মহাপ্রাণ যামিনীভূষণের নিঃস্বার্থ ও অদম্য প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের জাতীয় সরকার আয়ুর্ব্বেদের স্বীকৃতি দান করিয়া দেশবাসীর অকৃত্রিম আস্থা ভাজন হইয়াছেন। সরকার এই বিদ্যায়তনকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করায় দেশবাসী অভূতপূর্ব্ব উৎসাহিত হইয়াছেন। আমরা আয়ুর্ব্বেদের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার সূচনায়, ভবিষ্যতে ইহার উন্নতিকল্পে আশান্বিত হইয়াছি। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতির কামনা করি।

—শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ পরিষদ

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্ব্বেদ উপদেষ্টা

কবিরাজ শ্রীমনীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, এম, এ; এম, বি; কবিরত্ন।

অদ্যকার এই শুভলগ্নে আমি সর্ব্বপ্রথমে পুণ্যশ্লোক যামিনীভূষণকে স্মরণ করি। তাঁহার ত্যাগের নিদর্শন এই বিদ্যালয়কে তিনি আট চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ইহার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার দেখিয়া যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন এবং স্বর্গীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় আয়ুর্ব্বেদকে রাষ্ট্র সম্মতি দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ কার্য্য কেবল ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অব আয়ুর্ব্বেদের স্থাপনা ছাড়া বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ পরিষদের সভাপতি ডাঃ শ্রীঅনাথবন্ধু রায় মহাশয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীত্ব কালে ১৯৬৪ সালে আয়ুর্ব্বেদ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহারই ফলে এই বিদ্যালয় আজ রাষ্ট্র মর্য্যাদায় উন্নীত। আমরা সকলে ডাঃ রায়ের নিকট এজন্য চির কৃতজ্ঞ। আমাদের বর্ত্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখার্জির নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ কারণ তিনি এই বিদ্যালয়ের সভাপতি রূপে সরকারের হাতে এই বিদ্যালয়কে তুলিয়া দিবার সকল কার্য্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেন। এখন যাহাতে আমরা এই রাষ্ট্রীয়-করণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি তজ্জন্য একজন প্রাচীন কর্ম্মী ও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হিসাবে আমি সকল কর্ম্মীকে দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠা লইয়া নিজ নিজ কার্য্যে ব্রতী থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমনীন্দ্রলাল দাসগুপ্ত
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্ব্বেদ উপদেষ্টা

"বিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র, দিল্লী নগরীর যশস্বী চিকিৎসক ও
রাষ্ট্রপতির অবৈতনিক চিকিৎসক কবিরাজ
শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার, ভিষগ্‌রত্ন ; এল্, এ, এম্, এস্"

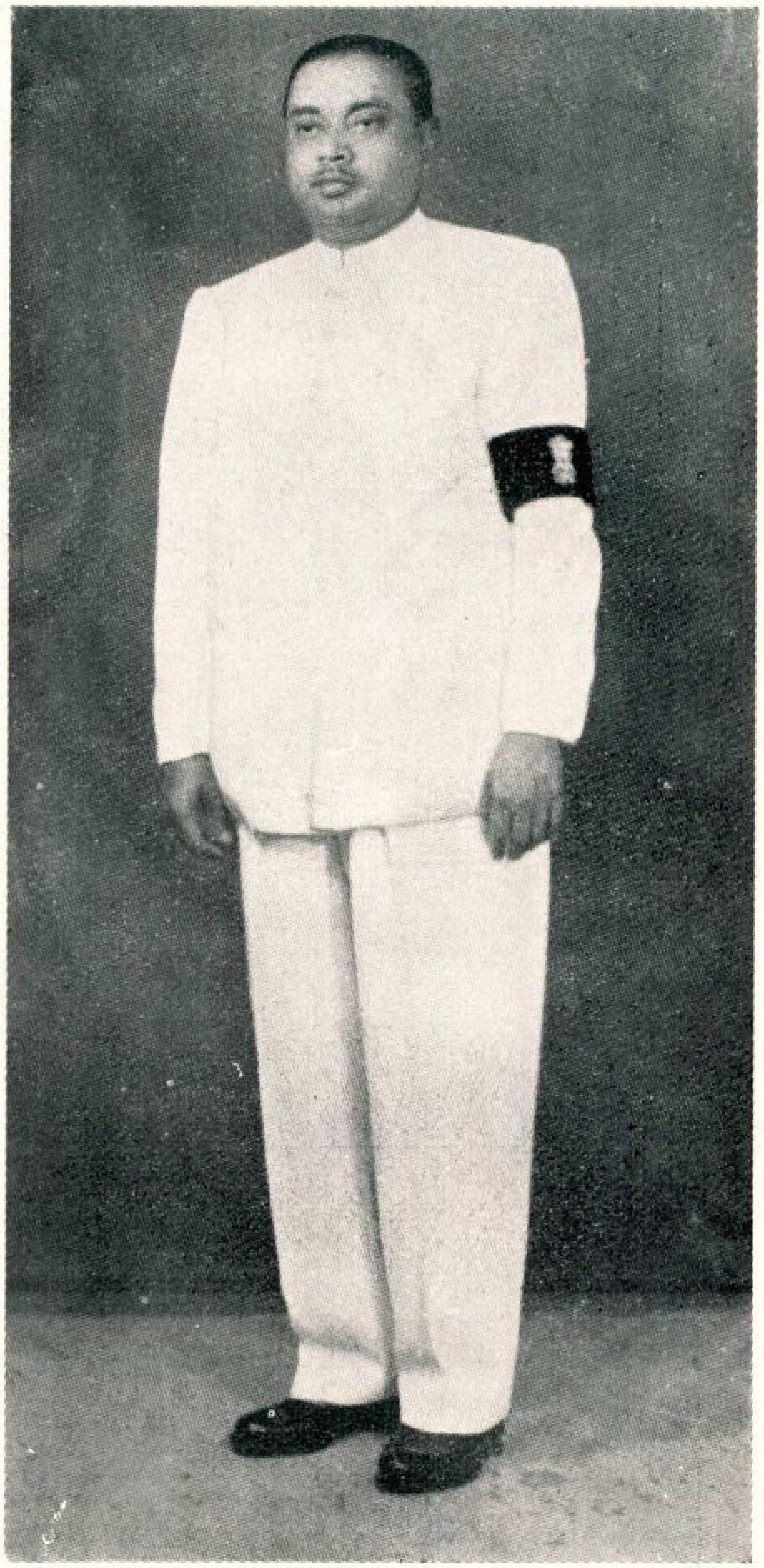

১৯৬৪ সালের ১লা আগষ্ট বাংলার ইতিহাসে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পরিকল্পনার একটি স্মরণীয় দিন বলিয়া অঙ্কিত থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়কে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা কল্পনাতীত সুখের কথা, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় আমার মাতৃসংস্থা, আমার জীবনের পীঠস্থান। আমার আনন্দের সীমা নাই। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভগবানের নিকট তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। তাঁর চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার হোক শ্রীভগবানের চরণে একান্ত প্রার্থনা জানাই।

স্বাঃ শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার

"শরীরং আদ্যম্, খলু ধর্ম্মসাধনম্"

স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম—সুস্থ সবল দেহেই মানুষ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হতে পারে। ধর্ম অর্থে কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তাই বুঝায় না। লৌকিক, পারলৌকিক উভয়ক্ষেত্রেই সুস্থ ও সবল দেহের প্রয়োজন। সুস্থ দেহই সবল মনের আশ্রয়—এই সবল মনই মানুষকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নীরোগ, নিরাময় দেহ আদিম যুগ হতেই মানুষের কাম্য। তাই একদিন ধ্বনি উঠেছিল—"চাই স্বাস্থ্য, চাই বীর্য্য, চাই শক্তি।" স্বাস্থ্যই শক্তির আধার—এই শক্তি বলেই জাতি হয় বীর্য্যবান, প্রতিষ্ঠিত করে আপন অধিকার।

প্রাণীর সৃষ্টি যেদিন থেকে রোগের সৃষ্টিও সেদিন থেকেই। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষই হয়েছে জয়ী—আজও সে এগিয়ে চলেছে নির্ভয়ে। প্রকৃতি দত্ত রোগকে সে কোনদিনই তুচ্ছ জ্ঞান করেনি—প্রকৃতিদত্ত প্রতিকার ব্যবস্থার দ্বারাই সে রোগ-ব্যাধিকে পরাস্ত করেছে; তার আক্রমণকে প্রতিহত করেছে।

গুহাবাসী মানবও একদিন প্রকৃতিদত্ত উপকরণের সাহায্যে রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে—ভেষজ গাছ গাছড়া ব্যবহার দ্বারাই সে সুস্থ ও নীরোগ থাকার চেষ্টা করেছে। রোগের উৎপত্তি বা তা নিরসনের সঠিক কারণ না জানলেও রোগব্যাধির কাছে সে কোনদিনই মাথানত করেনি; সংগ্রাম করেই আজও সে বেঁচে আছে।

অগ্রগতির পথে ক্রমে ক্রমে মানুষ বিচারবুদ্ধি দ্বারা রোগনিরাময়ে বিভিন্ন ভেষজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উহার প্রয়োগ নিরূপণ করিতে আরম্ভ করে—সৃষ্টি হয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা। লক্ষ্য হলো—প্রকৃতিতেই আছে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা।

প্রাচীনকালে মুণিঋষিগণ অরণ্যে, গুহায় ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। দেহ সুস্থ ও সবল রাখার জন্যে তাই তাঁরা বিভিন্ন ভেষজ গাছগাছড়ারও সন্ধান রাখতেন। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাপ্রণালী। প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এমন কি দু'শ বছর আগেও (পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলনের পূর্ব্বে) আয়ুর্ব্বেদই ছিল রোগের একমাত্র প্রতিকার। আয়ুর্ব্বেদই আবিষ্কার করে 'সর্ব্বরোগহর' ঔষধ—আয়ুর্ব্বেদই আবিষ্কার করে "মৃতসঞ্জিবনী।"

আয়ুর্ব্বেদের মূলে পৌরাণিক কাহিনী যাহাই থাকুক না কেন, জ্ঞানতপস্বীরা যুগে যুগে পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারাই আয়ুর্ব্বেদকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্র অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন—আয়ুর্ব্বেদকেও সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

"শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্"—এই আপ্তবাক্যকে ভিত্তি করেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র। শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করাই এই চিকিৎসার মূলসূত্র। শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করেই আয়ুর্ব্বেদ একদিন শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের চর্চাও যেমন ছিল, প্রচলনও ছিল সর্বত্র। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাবিধি ও রোগনিরাময় পদ্ধতি দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে শাসকবর্গও আয়ুর্ব্বেদকেই একমাত্র চিকিৎসাপ্রণালী বলে স্বীকার করেছিলেন—তখন ছিল আয়ুর্ব্বেদের স্বর্ণযুগ। চিকিৎসা অর্থে তখন আয়ুর্ব্বেদকেই বোঝাত।

তারপর এল আয়ুর্ব্বেদের অন্ধকার যুগ। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের, বিশেষ করে মুসলমান ও পরবর্ত্তী যুগে ইংরেজ আক্রমণের পর থেকে আয়ুর্ব্বেদ ধীরে ধীরে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে লাগলো। বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র বিনষ্ট হলো—এবং এই চিকিৎসা চর্চ্চাও ক্রমে হ্রাস পেতে লাগলো। ইংরেজ শাসনাধীনে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা (এ্যালোপ্যাথি) প্রচলনের ফলে আয়ুর্ব্বেদের ওপর এলো প্রচণ্ড আঘাত। শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এই চিকিৎসার চর্চা ও প্রয়োগ ক্রমশঃ বিস্মৃতির পথে চলে যেতে লাগলো। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ প্রমাদ গণলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিরুপায়। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজসরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু পরাজিত হলেও তাঁরা একেবারে নিরাশ হলেন না। কতিপয় কীর্ত্তিমান মনীষী তখনও আয়ুর্ব্বেদকে স্বীয়পদে পুনরধিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতে লাগলেন। এঁদেরই একজন হলেন মহাপ্রাণ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়।

যে চিকিৎসায় "কস্তুরী-মৃগনাভি" প্রয়োগে মৃতকল্প রোগীকে পুনর্জীবন দানের ব্যবস্থা আছে সে চিকিৎসাপদ্ধতি যে নিস্ফল বা ব্যর্থ নয় তা প্রমাণ করার জন্যই যেন যামিনীভূষণের আবির্ভাব। বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা "বীর" সন্তানের অভাববোধ কোনদিনই করেন নি। ক্ষীয়মান আয়ুর্ব্বেদকে পুনর্জীবনদানের জন্যই এগিয়ে এলেন যামিনীভূষণ। অদম্য উৎসাহ ও অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যামিনীভূষণ নামলেন কর্ম্মক্ষেত্রে। পদে পদে শতসহস্র বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললেন স্বীয় লক্ষ্যপথে—লক্ষ্য আয়ুর্ব্বেদের মহিমা পুনঃপ্রচার।

ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিফলে যায় না। যে মহীরূহের বীজ তিনি বপন করে গিয়েছেন আজ তা সত্যই বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। উহারই সুশীতল ছায়াতলে আজ শত শত মৃত্যুপথযাত্রী আশ্রয় ও বিশ্রাম নিতেছে। "আমরা বাঁচবো, আমরা চলবো"—এই তাদের আশা, এই তাদের চোখের ভাষা। আশাই তাদের ভরসা—যামিনীভূষণের স্বপ্নও আজ সার্থকতার পথে।

বাংলার গৌরবোজ্জল যুগ উনবিংশ শতকের শেষ অঙ্কে যামিনীভূষণের জন্ম (১লা জুলাই, ১৮৭৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি পাশ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করলেও যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদকে পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচারকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেন। পিতা কবিরাজ পঞ্চানন কবিচূড়ামণি ও কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালাভ করেন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যামিনীভূষণ তখন অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদকেই আঁকড়ে ধরেন। ভারতের গরীব দেশবাসীর পক্ষে স্বল্পব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই শ্রেয় এবং কাম্য এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রচারের জন্য একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও গরীব দেশবাসীর সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থাদির জন্য একটি আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গুরু বিজয়রত্ন সেনেরও ছিল এই বাসনা। কৃতী শিষ্য যামিনীভূষণ এই সংকল্প ও ব্রতই গ্রহণ করেন এবং অক্লান্ত চেষ্টায় উহাতে রূপদান করেন।

আয়ুর্ব্বেদের নবযুগ প্রবর্তক

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার সভাপতি ও অধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতী

১৯১৬ সনে ফড়িয়াপুকুরে এক ভাড়াটে বাড়ীতে যামিনীভূষণ একটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করেন—ইহাই হলো 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের' মূল ভিত্তি। আয়ুর্ব্বেদের আটটি বিভিন্ন 'অঙ্গ' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থেকেই এর নাম হয় 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়'। একদল একনিষ্ঠ নিরলস কর্ম্মী হলো যামিনীভূষণের সম্পদ ও সাথী—সকলেরই লক্ষ্য এক—আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার পুনরুদ্ধার।

এঁদের মধ্যে হলেন স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়, ডাঃ অমিয় মাধব মল্লিক, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, ডাঃ শিবচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন, কবিরাজ বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন, কবিরাজ করুণা কুমার সেন, কবিরাজ কালিভূষণ সেন, কবিরাজ সত্যচরণ সেন প্রভৃতি।

ঐ বৎসরই ১লা বৈশাখ মাত্র ১২টি ছাত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলো—যামিনীভূষণ হলেন প্রথম অধ্যক্ষ এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত সহ-অধ্যক্ষ ও কবিরাজ সুরেন্দ্র কুমার দাশ প্রমুখ হলেন অধ্যাপক। ছাত্রদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা ও খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হলো। এই সময়ই যামিনীভূষণ "আয়ুর্ব্বেদ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন—উদ্দেশ্য আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রসার এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদান।

বিদ্যালয়ের সুনাম দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বোম্বাই, মাদ্রাজ, নেপাল এমন কি সুদূর সিংহল থেকেও ছাত্র আসতে লাগলো এখানে অধ্যয়ন করতে। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি বহির্বিভাগ ডিস্‌পেন্সারিও অচিরে খোলা হলো। ডিস্‌পেন্সারিটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় সেবা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হয়ে উঠলো এবং দৈনিক প্রায় ১০০ রোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আসতে লাগলো।

বিদ্যালয় ও ডিস্‌পেন্সারি পরিচালনার বিরাট ব্যয় যামিনীভূষণ হাসিমুখে বহন করতে লাগলেন। নিষ্ঠার জয়, সত্যের জয়—এই ছিল তাঁর অবিচল বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসই জুগিয়েছে তাঁর কর্ম্ম শক্তি। তাঁর প্রচেষ্টায় তখন বাইরের দানও কিছু কিছু আসতে লাগলো। অদম্য উৎসাহে যামিনী-ভূষণ এগিয়ে চললেন।

চলার পথে প্রতিবন্ধক আছেই। যামিনীভূষণও পেলেন প্রচণ্ড বাধা। কবিরাজ বিরজাচরণের আকস্মিক মৃত্যুতে যামিনীভূষণ নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। এই গুরুদায়িত্বভার একা কি ভাবে বহন করবেন এই হলো তাঁর প্রধান চিন্তা। এই বিরাট আঘাতেও তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। বিদ্যালয়টি তখন তিনি একটি জনপ্রতিষ্ঠানরূপে রেজিষ্ট্রী করান এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হলেন ট্রাষ্টি বোর্ডের প্রথম সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন কাউন্সিলের সভাপতি। বিদ্যালয় ও ডিসপেন্সারি পরিচালনভার দেওয়া হলো নবগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর।

ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে স্বল্পপরিসর স্থানে বিদ্যালয় ও ডিস্‌পেন্সারির স্থান সংকুলান না হওয়ায় যামিনীভূষণ শ্যামবাজার ব্রীজ রোডে (বর্ত্তমান আর, জি, কর রোড) সুপরিসর গৃহে উহা স্থানান্তরিত করেন। সেটা হলো ১৯২১ সন।

যামিনীভূষণের মনে তখন একটি আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু হাস-

যামিনীভূষণের পরম সুহৃদ ও সহকর্ম্মী

মনমোহন পাঁড়ে

পাতালের জন্য চাই আরও বড় জায়গা, আরও বড় বাড়ী—চাই নিজস্ব বাড়ী, চাই অর্থ। সংকল্পে অটল যামিনীভূষণের দিবারাত্রির চিন্তা তখন "হাসপাতাল"।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—হাসপাতালের জন্য স্থান সংগ্রহ হলো। কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পরবর্ত্তী চেয়ারম্যান ডাঃ হরিধন দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় যামিনীভূষণ ১৭০নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে ১ বিঘা ১৪ কাঠা জমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। নামমাত্র খাজনায় ৯৯ বৎসরের লীজে এই জমি পাওয়া যায়—ইহাই বর্ত্তমান অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল। ১৯২৫ সনে ৬ই মে মহাত্মা গান্ধী বিদ্যালয় ও হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তদবধি এতদঞ্চলে হাসপাতালটি "গান্ধী হাসপাতাল" নামেই পরিচিত।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো—এখন যামিনীভূষণের একমাত্র সাধনা বিদ্যালয় ও হাসপাতালের উপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ। স্বপ্ন সফল করার জন্য তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করতে লাগলেন—অদম্য উৎসাহে অর্থসংগ্রহে ব্রতী হলেন। নিজের সঞ্চিত অর্থদান করলেন অকাতরে—বাইরের দানও আসতে লাগলো। এই সময় যামিনীভূষণ সহকর্ম্মীরূপে পেলেন পরম সুহৃদ্ মনোমোহন পাঁড়েকে। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় যামিনীভূষণ আরব্ধকর্ম্মে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

কিন্তু বিধির বিধান মানুষের বোধের অগম্য—শেষ দেখা যামিনীভূষণের ভাগ্যে আর হলো না। এতদিনকার এত কল্পনা, এত স্বপ্ন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে—১৯২৬ সনের ১১ই আগষ্ট তিনি ইহধাম থেকে চিরবিদায় নিলেন। ভাগ্য বিরূপ হলেও পরমকারুণিক মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই মানুষকে সম্মুখপথে এগিয়ে নিয়ে চলে। যামিনীভূষণের আকস্মিক মৃত্যুতে সঙ্গীরা মুহ্যমান হয়ে পড়লেও তাঁর আরব্ধ কর্ম্মভার হাতে তুলে নিলেন মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, মনোমোহন পাঁড়ে প্রভৃতি।

একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে যামিনীভূষণ তাঁর সবকিছুই দান করে গেছেন—বালীগঞ্জে ১৩ কাঠা জমি, গ্রে ষ্ট্রীটে ৬ কাঠা, কার্সিয়াং ও রাঁচীর স্বাস্থ্যনিবাস, ১২ বিঘা জমির ওপর পাতিপুকুরের বাগানবাড়ী এবং প্রভূত অর্থ। পাতিপুকুরের এই বাগানবাড়ীতেই পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত হয় বর্ত্তমান যক্ষ্মা হাসপাতাল।

হাসপাতালের গৃহ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ। তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯২৭ সনের জুন মাসে। প্রথমে ৫০টি শয্যা নিয়ে হাসপাতাল খোলা হয়—পরে আরও ২৫টি শয্যা যোগ করা হয়। সকল শয্যাতেই বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

যামিনীভূষণের তিরোধানে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষের পরলোকগমনে বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, পরে অবশ্য স্যার মন্মথনাথ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োগ করেন। বিদ্যালয়ের সুনাম উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করতে থাকে এবং অচিরেই এই বিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা-

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার
ট্রাষ্টীবোর্ডের প্রথম সভাপতি

পুরুষসিংহ

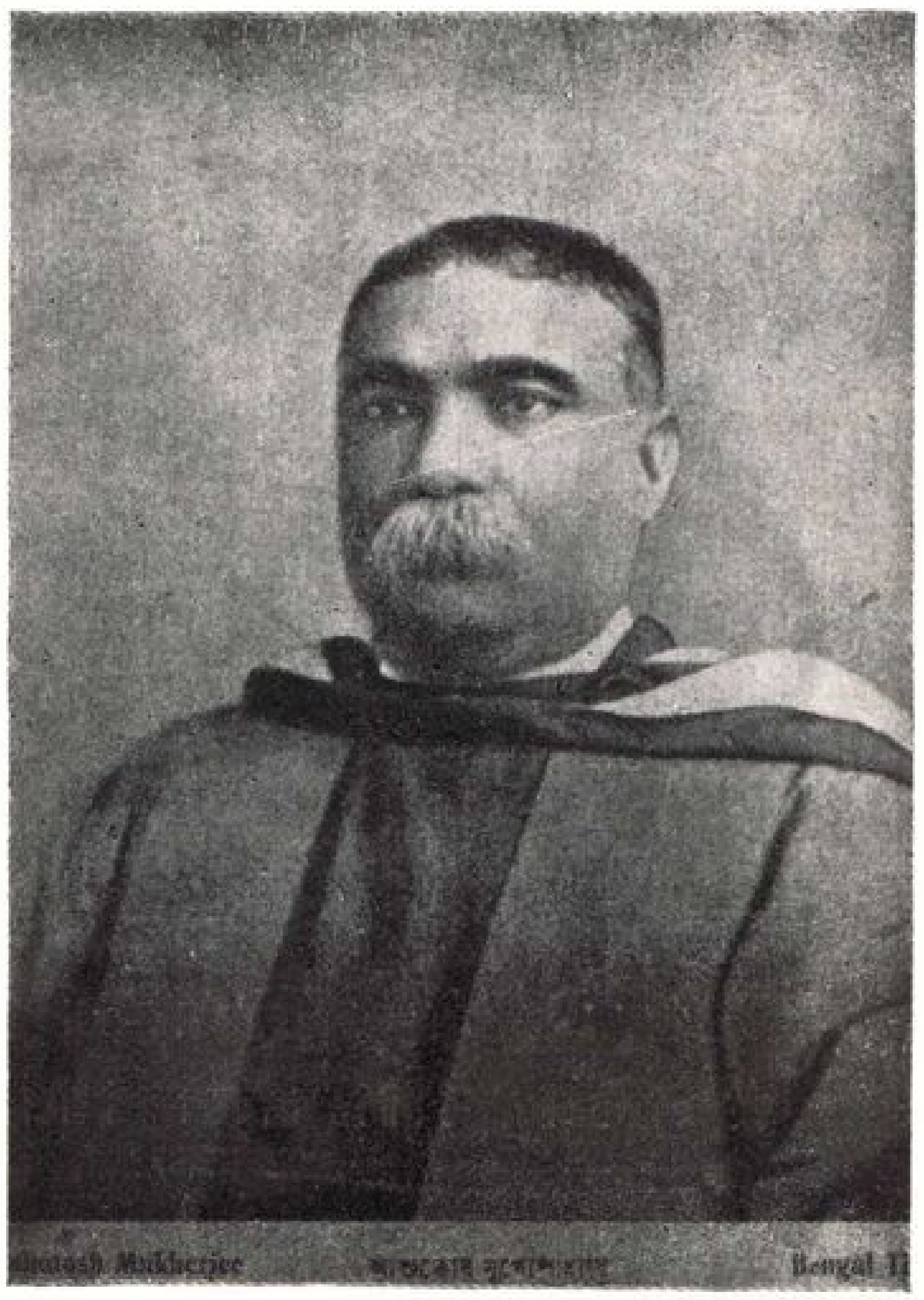

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবনকারীদের অন্যতম}
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও
আরোগ্যশালার সভাপতি
দেশপূজ্য

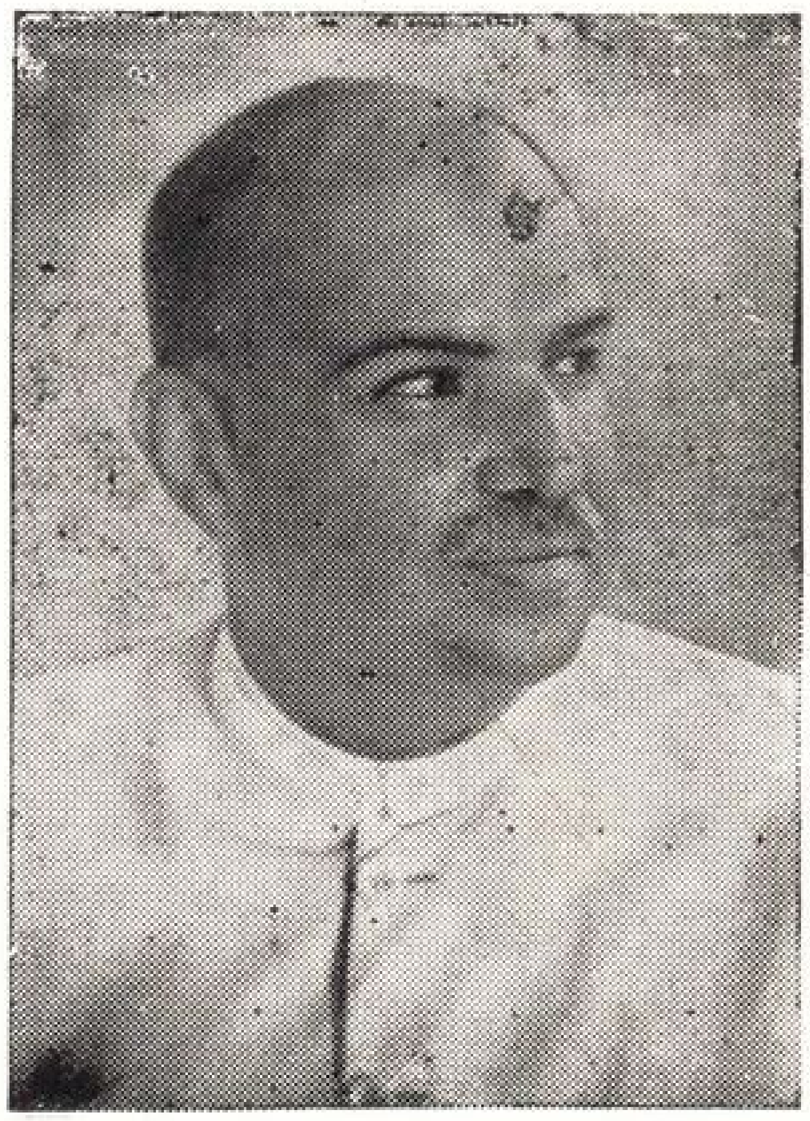

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দানে শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিছুদিন পরেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের স্ত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের স্ত্রী বিভাগের উদ্বোধন করেন। হাসপাতালে রোগী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় সেবা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমানে ইহার শয্যা সংখ্যা ১২০।

পাতিপুকুর বাগানবাড়ীতে যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হলো। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ১৯৩৩ সনে এই যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। বৎসরকাল পরই মাত্র ১২টি শয্যা নিয়ে যক্ষ্মা হাসপাতালের কাজ সুরু হয়। পরে আরও ২৮টি শয্যা যুক্ত হয় এবং অচিরেই শয্যা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০। ১৯৫১ সালে স্বর্গীয় অমৃতলাল মজুমদারের আনুকূল্যে তাঁর পরলোকগত পুত্র দেবব্রত মজুমদারের স্মৃত্যর্থে ৬৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে আরও একটী ত্রিতল ভবন ইহার সহিত যুক্ত করা হয় এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ হয়। এই নূতন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয় যুক্ত এই যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে আজ কত শত মৃত্যুপথযাত্রী যে নিরাময় হচ্ছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। বর্ত্তমানে এই হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৯৪।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল গরীবের জন্য এ বিশ্বাস লোকের মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে ওঠে—বিদ্যালয় ও হাসপাতালে ভীড়ও তাই বাড়তে থাকে। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি মাননীয় সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পৌরহিত্যে ১৯৪১ সনে এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের রজত-জয়ন্তী উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হলো। এবার স্বর্ণজয়ন্তীর পালা—আর মাত্র দু বছর পরই (১৯৬৬ সন) এই প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করবে। এটা দেশের ও দশেরই গৌরব।

যামিনীভূষণের স্বপ্ন আজ সার্থক। কিন্তু এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির আজ বড়ই দুর্দ্দিন। অর্থাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। বিরাট বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিচালনে যে অর্থের দরকার, এ প্রতিষ্ঠানের তা নেই। ব্যয় বহনই আজ প্রধান সমস্যা। বিদ্যালয় ও হাসপাতালের ন্যায় সেবা প্রতিষ্ঠান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চলতে পারে না—একে সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে চাই সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা। সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে ইহার পরিচালন ব্যবস্থা নিস্ফল প্রয়াসমাত্র। যে সেবা পাবে, যে সেবা করবে উভয়কেই বাঁচতে হবে—তবেই থাকবে সেবা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। সেবাধর্ম্মী দেশে সেবাব্রতীর অভাব কোনদিনই হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু সেবা অর্থ তো আত্মবিলুপ্তি নয়। "বাঁচবো এবং বাঁচিয়ে রাখবো"—এটাই হলো ধর্ম্ম। জাতির মনে আজ এই বোধই জাগ্রত করতে হবে।

পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হয়ে আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীন সরকারই আজ অগ্রণী হয়ে এত বড় সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আনন্দের কথা, স্বাধীন ভারত সরকার আজ আয়ুর্ব্বেদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আয়ুর্ব্বেদের প্রসারেও তাই সরকার আজ মনোযোগী। রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই—তাঁরা এগিয়ে এসেছেন স্বহস্তে এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের পরিচালনভার গ্রহণে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে—দূর দিগন্তে দেখা দিয়েছে নূতন উষার নবারুণচ্ছটা। নূতন আলোকচ্ছটায় সকলের মনে আজ আনন্দের জোয়ার। এতদিনকার স্বপ্ন আজ হবে সফল। জয়গানে আজ সকলেই স্বাগত জানাচ্ছে নূতন পরিচালন ব্যবস্থাকে।

পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপক
হৃতগৌরব আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকাঙ্খী স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির রূপদানকারী
জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী

পুণ্যশ্লোক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

আজ আমরা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি শিবনাথ সেন, নলিনীরঞ্জন সেন, অমরভূষণ রায়, বিনয় ভূষণ রায় প্রভৃতি স্বর্গতদের--যাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনবার জন্যে। এই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি দেশপূজ্য ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাসের অবদান অবিস্মরণীয়। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে শুধু দেশের ও দশেরই ক্ষতি হয়নি--এই প্রতিষ্ঠানেরও হয় অপূরণীয় ক্ষতি। ট্রাষ্টি বোর্ডের ও কার্যকরী সমিতির সভাপতিরূপে তিনি আপদে বিপদে সদাসর্ব্বদা যেন দুই বাহু দিয়েই প্রতিষ্ঠানটিকে আগলে রেখেছিলেন। প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করেও প্রতিষ্ঠানটি আজও স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। মূলে আছে সেবাধর্ম্মে বিশ্বাসী কর্ম্মীদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা।

প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনবার জন্যে ইদানীংকালে যারা সচেষ্ট আছেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী, এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি বোর্ডের ও কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জি। রাজ্য বিধান সভার সভাপতি থাকাকালীন ১৯৫৬ সালে তিনি সভাপতিরূপে পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে এর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। তিনি যখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তখন প্রতিষ্ঠানের ঘোর দুর্দ্দিন। অচিরেই তাঁহার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের দ্বারা ইহা বিপদমুক্ত হয়। তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন যে আয়ুর্ব্বেদের রাষ্ট্রস্বীকৃতি ও সরকারের আনুকূল্য ব্যতিরেকে এতবড় বিরাট প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান দিনে বাঁচান সম্ভব নহে। তাই তিনি প্রথম দিন থেকেই আয়ুর্ব্বেদ বিল প্রণয়ন ও রাষ্ট্র আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপনের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেন। তাঁরই ঐকান্তিকতায় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ও মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন এবং বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি প্রমুখাৎ সকল স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সক্রিয় সহযোগী করান সম্ভবপর হয়। এবং ১৯৬১ সালে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ পরিষদের সভাপতি, যামিনীভূষণের একান্ত প্রিয়পাত্র আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায়ের নেতৃত্বে বিধানসভা হইতে আয়ুর্ব্বেদ বিল পাশ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ রাষ্ট্রস্বীকৃতি লাভ করে। শৈলবাবুর চেষ্টা ও উদ্যমের ফলেই আজ সরকার স্বহস্তে ইহার পরিচালন ভার গ্রহণে অগ্রণী হয়েছেন। এ ব্যাপারে শৈলবাবুর অবদান বাংলার গৌরবজ্জ্বল আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে তথা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আয়ুর্ব্বেদকে রাষ্ট্রানুমোদন দানের চেষ্টা পূর্ব্বেই হয়েছিল ; কিন্তু সরকার কর্তৃক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতি স্বীকৃতি এই প্রথম। আজ আইন করেই এই চিকিৎসাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যালয় হাসপাতালটি সরকার কর্তৃক স্বহস্ত গ্রহণে দেশের ও দশেরই উপকার। কলিকাতার সরকারী হাসপাতালসমূহে বর্তমানে রোগীর যে অত্যধিক চাপ তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হবে। সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীরা হবে উপকৃত--চিকিৎসক ও কর্ম্মীরা পাবে নূতন প্রেরণা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কার্য্যোদমে ও সেবাব্রতী মনোভাবের ওপরে সকলেরই গভীর আস্থা আছে। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনানাধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি অচিরকালের মধ্যেই ভারতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার অগ্রণী ও আদর্শ আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালে পরিণত হবে, এই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সরকার আজ এগিয়ে এসেছেন--সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ অনিবার্য্য।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার
সভাপতি

(১৯২৯—১৯৪২)

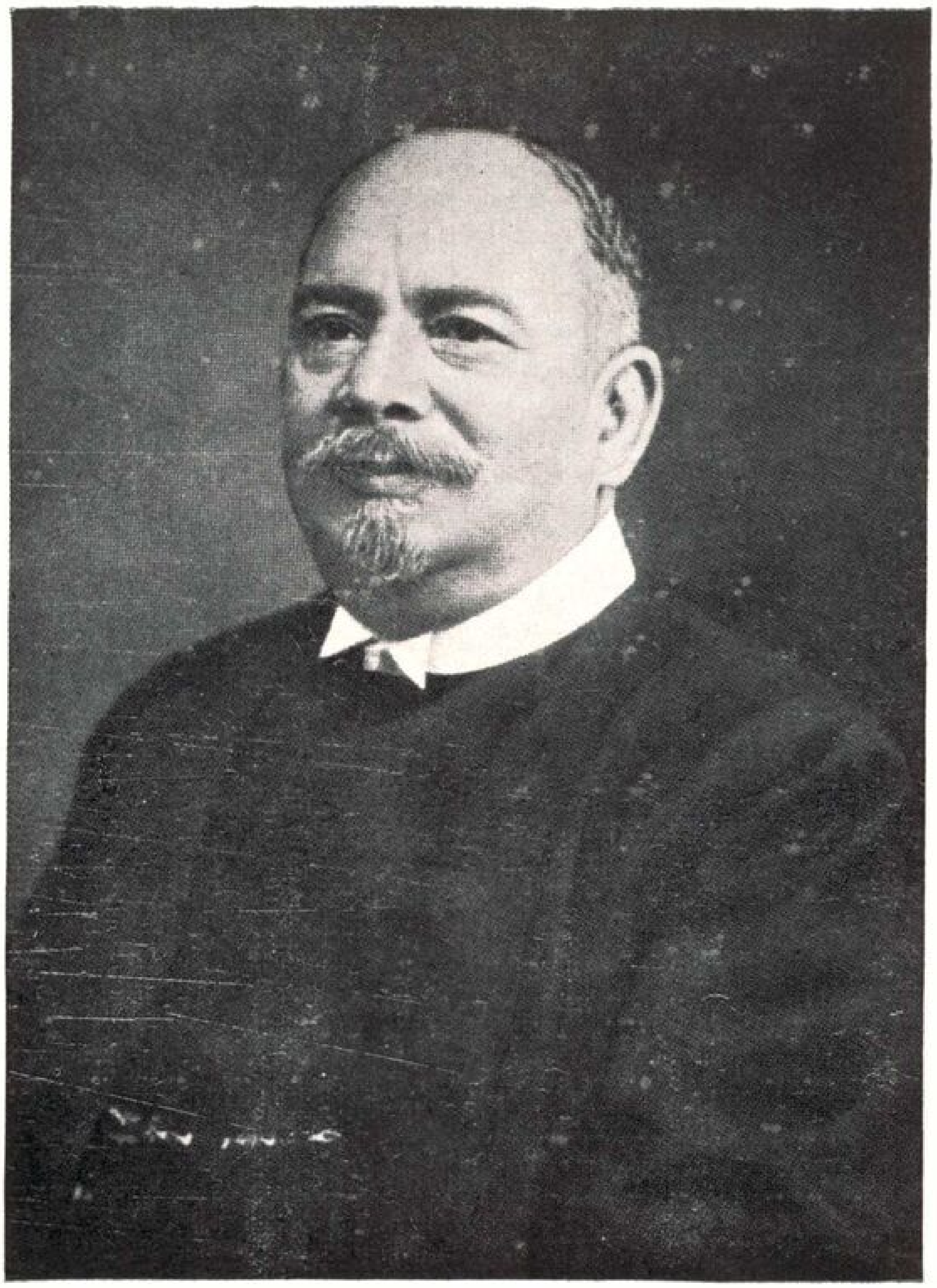

স্বর্গীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি

একদা যামিনীভূষণ ধ্বনি তুলেছিলেন "দিন আগত ঐ"—সেদিন আজ এসেছে। মঙ্গলঘট সাজিয়ে সে দিনকে আজ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। দিচ্ছি জয়ধ্বনি—"সত্যের জয়, নিষ্ঠার জয়।" যামিনীভূষণের স্বপ্ন আজ সত্যই বাস্তবরূপ নিল।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

বুধবার
১৪ই আশ্বিন ১৩৭১

শ্রীসূর্য্য কান্ত রায়
শ্রীশঙ্কর প্রসাদ গুপ্ত
সম্পাদকদ্বয়
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়
জুবিলী কমিটি

একক‌ালীন ও বাৎসরিক অর্থসাহায্য দান করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় রাখার জন্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সকল সহৃদয় দাতা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের পুষ্টি, উন্নতি ও অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে অকাতরে অর্থ ও সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

প্রথম কার্য্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ ১৯১৯

১। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ; এল, এম, এস; সভাপতি।

২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

৩। শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ; সম্পাদক।

৪। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম, এ; এম, বি; অধ্যক্ষ।

৫। কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন, কবিরত্ন।

৬। কবিরাজ শ্রীকালীরঞ্জন সেন, কবিরঞ্জন।

৭। কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত, কবিভূষণ।

৮। কবিরাজ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন।

৯। ডাঃ শ্রীঅমিয়মাধব মল্লিক, ভিষগরত্ন; এম, বি।

১০। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, (কলিকাতা পৌরসভার প্রতিনিধি)।

বর্ত্তমান কার্য্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ ১৯৬৪

১। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি।
২। শ্রীপুলিনীবিহারী সাউ, সহ-সভাপতি
৩। শ্রীশৈলধর ঘোষ ,,
৪। শ্রীলালা হেমন্ত কুমার ,,
৫। ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায় যুগ্ম সম্পাদক
৬। কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত, ,,
৭। শ্রীসুন্দরলাল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ।
৮। কবিরাজ শ্রীপরিমল কুমার সেনগুপ্ত, বিদ্যালয়াধ্যক্ষ।
৯। কবিরাজ শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আরোগ্যশালাধ্যক্ষ
১০। কবিরাজ শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, আরোগ্যশালা প্রতিনিধি।
১১। কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ, বিদ্যালয় প্রতিনিধি।
১২। কবিরাজ শ্রীসুশীলকুমার সেনগুপ্ত, সভাপতি মনোনীত।
১৩। শ্রীরবীন রায়, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রতিনিধি।
১৪। শ্রীবিশ্বেশ্বর মৈত্র, মনোমোহন পাণ্ডে পরিবারের প্রতিনিধি।
১৫। ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, কলিকাতা পৌর সভার প্রতিনিধি।
১৬। শ্রীমোহনলাল ঘোষ ,,
১৭। শ্রীপান্নালাল দাস ,,
১৮। ডাঃ শ্রীমনীষচন্দ্র প্রধান, সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত।
১৯। শ্রীদুর্গাপদ বাগচী ,,
২০। শ্রীগুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ,,
২১। শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় ,,
২২। শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী ,,
২৩। শ্রীব্রজেশ্বর পাণ্ডে ,,
২৪। কবিরাজ শ্রীসূর্য্যকান্ত রায় ,,
২৫। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ ,,

বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার স্বাক্ষর চুক্তি সম্পাদনরত কার্য্যনির্ব্বাহকপরিষদের অধিবেশন
(৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৪)

বাম সারি ঃ সর্ব্বশ্রী ইন্দুভূষণ চৌধুরী, দুর্গাপদ বাগ,চী. ৺বিনয়ভূষণ রায়, বিমলেন্দু রায়, সূর্য্যকান্ত রায়, শঙ্কর প্রসাদ গুপ্ত, সুশীল কুমার সেনগুপ্ত ব্রজেশ্বর পাণ্ডে।
দক্ষিন সারি ঃ সর্ব্বশ্রী মনীষ চন্দ্র প্রধান, অনিলেন্দ্র দাশগুপ্ত, গুরু প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, পরিমল সেনগুপ্ত, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, কালী প্রসন্ন রায়।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার
সভাপতি
(১৯৪৩ —১৯৫০)

স্বর্গগত বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস

প্রথম ট্রাষ্টী বোর্ডের সদস্যগণ

১৯১৯

১। মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে, টি; সি, এস, আই; এম, এ; ডি, এল; ডি, এস, সি
পি, এইচ, ডি; সভাপতি।

২। মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, নাটোর।

৩। মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা, সি, আই, ই।

৪। রায় হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর।

৫। শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, এটর্ণী।

৭। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়, কবিরত্ন, এম, এ; এম,বি; এম, আর, এ, এস (লণ্ডন)।

৮। কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন, কবিরত্ন।

বর্ত্তমান ট্রাষ্টী বোর্ডের সদস্যগণ

১৯৬৪

১। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি।

২। শ্রীঅশোক কুমার সেন, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী।

৩। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

৪। শ্রীঅশোক কুমার সরকার।

৫। ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, ডি।

৬। শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য।

যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি যামিনীভূষণের স্বপ্নকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে এই বিশাল মহীরুহ প্রতিষ্ঠায় একদিন তাঁহার সহায়ক থাকিয়া ও পরবর্ত্তী কালে লালন পালন দ্বারা ইহাকে পুষ্ট করিয়াছেন সেই সব পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
(১৯৩৪—১৯৪১)

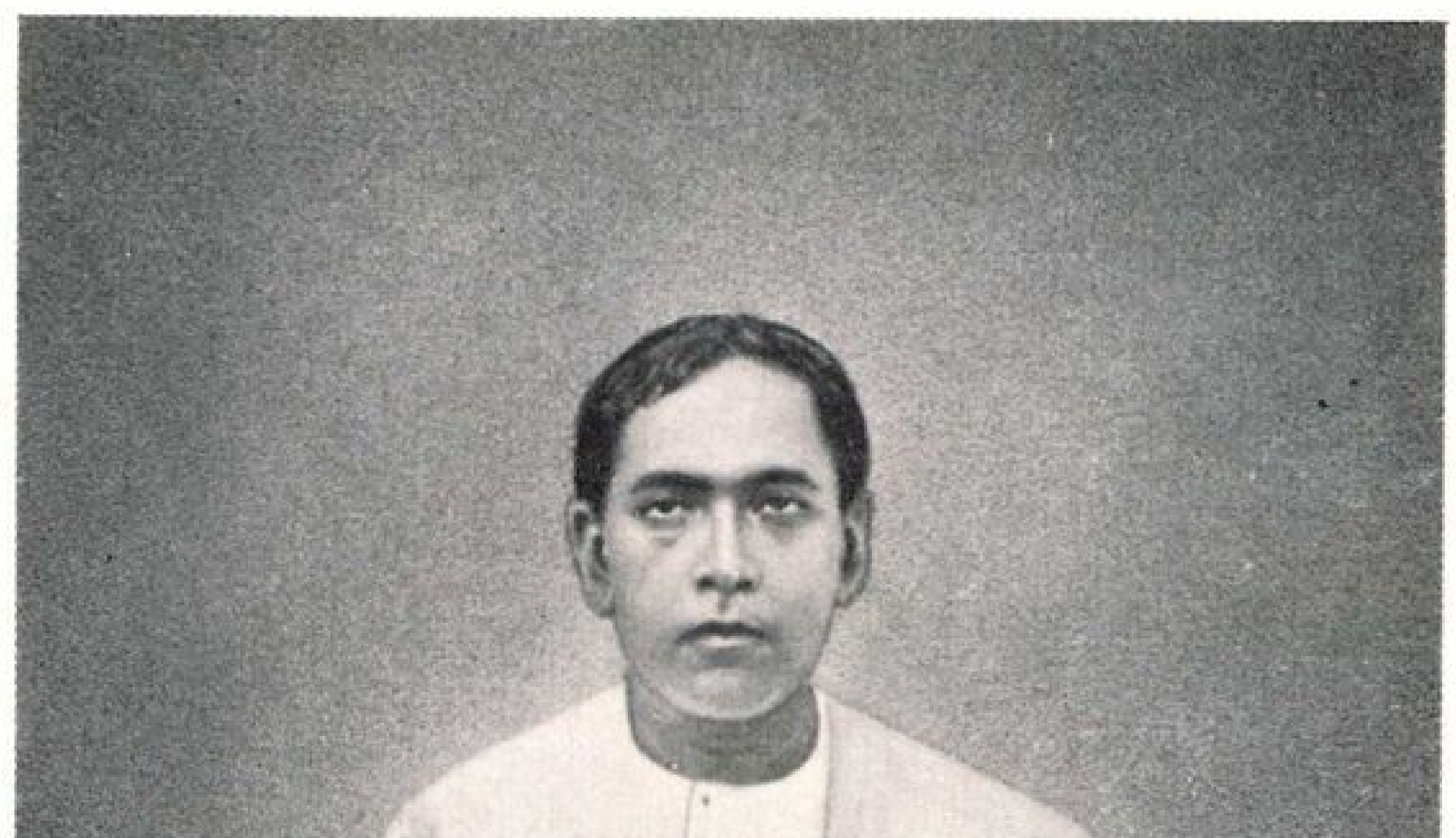

প্রাণাচার্য কবিরাজ
স্বর্গীয় শিবনাথ সেন বি, এ; এম, বি; কবিরত্ন ।

অধ্যাপক ও চিকিৎসকবৃন্দ

১। কবিরাজ শ্রীপরিমল কুমার সেনগুপ্ত, এম, বি; কবিরত্ন; অধ্যক্ষ।
২। কবিরাজ শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস; আরোগ্যশালাধ্যক্ষ, সাধারণ হাসপাতাল।
৩। কবিরাজ শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস; আরোগ্যশালাধ্যক্ষ; যক্ষ্মা বিভাগ।
৪। কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ দাশশর্ম্মা, কাব্যতীর্থ; শাস্ত্রী; ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস; সহ অধ্যক্ষ।
৫। কবিরাজ শ্রীসূর্য্যকান্ত রায়, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস; সহকারী আরোগ্যশালাধ্যক্ষ।
৬। কবিরাজ শ্রীশিতিকণ্ঠ মজুমদার ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ।
৭। কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দাস, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস,
৮। কবিরাজ শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস।
৯। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ভিষগরত্ন, ব্যাকরণতীর্থ, এল, এ, এম, এস; কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
১০। কবিরাজ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস; আবাসিক চিকিৎসক; সাধারণ বিভাগ
১১। কবিরাজ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাশশর্ম্মা, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস; রসশালাধ্যক্ষ।
১২। কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস।
১৩। কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল দাশগুপ্ত, এম, এ, এস, এফ; বৈদ্যশিরোমণি।
১৪। কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্রমোহন গোস্বামী; এম, এ, এস, এফ; আয়ুর্ব্বেদতীর্থ; আবাসিক চিকিৎসক; যক্ষ্মা বিভাগ।
১৫। কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস, এম, এ, এস, এফ।
১৬। কবিরাজ শ্রীকুলদাভূষণ দাশগুপ্ত, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস;
১৭। কবিরাজ শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, আয়ুর্ব্বেদতীর্থ; এম, এ, এস, এফ; সহকারী আবাসিক চিকিৎসক; সাধারণ বিভাগ।
১৮। কবিরাজ শ্রীপাঁচুগোপাল গুপ্তশর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদতীর্থ, এম, এ, এস, এফ; সহকারী আবাসিক চিকিৎসক; যক্ষ্মা বিভাগ।
১৯। ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, বি।
২০। ডাঃ শ্রীশশিভূষণ রায়, এম, বি; ডি, জি, ও; এল, এম।
২১। ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়, এম, বি।
২২। ডাঃ শ্রীভূতনাথ লাহিড়ী, এম, বি; এফ, আর, সি এস (গ্লাসগো)।
২৩। ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, বি।
২৪। ডাঃ শ্রীঅবলাকান্ত সেনগুপ্ত, এম, বি।
২৫। ডাঃ শ্রীমদনপ্রসাদ চৌধুরী, এল, এম, এফ; আবাসিক চিকিৎসক; যক্ষ্মা বিভাগ।
২৬। ডাঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, বি;
২৭। ডাঃ শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ, এম, বি; এম, আর, সি, পি; টি, ডি, ডি; এফ, আর, সি, পি (এডিন)।
২৮। ডাঃ শ্রীবিনয়কুমার গুপ্ত, এম, বি।
২৯। ডাঃ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন মিত্র, এম, বি; ডি, ফিল;

রুচি বদলের সঙ্গে সঙ্গে
পালটায় খোঁপা বাঁধার ছাঁদ-ছন্দ
কিন্তু কেশ পরিচর্য্যার
ঘরানা একই থাকে
বংশানুক্রমে।
সুচারু কেশচর্চায় ঐতিহ্যের
ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে—

কবিরাজ এন, এন, সেনের
কেশরঞ্জন
তৈল

কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
১৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

"ফ্যাঁচ ক'রে হাঁচি এল হাঁচলুম জোরসে
হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল ছিঁটেফোঁটা তার যে;
পরে শুনি আমারই সে সর্দির ছোঁয়াচে
আরো নাকি অনেকেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাঁচছে!"

হাঁচি বা কাশি এলে
মুখে রুমাল চাপা দিয়ে
নেবেন যাতে ক'রে
অন্য কাউকে আবার
সর্দিকাশিতে না ধরে।

এলেম্বিক কেমিক্যাল
ওয়ার্কস কোম্পানী লিমিটেড
বরোদা-৩

ACW.58.3 BEN

৩০। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম, বি;
৩১। ডাঃ শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, এম, বি; ডি, জি, ও।
৩২। ডাঃ শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম, এস; এফ, আর, সি, এস।
৩৩। ডাঃ শ্রীমণীষচন্দ্র প্রধান, এম, বি; টি, ডি, ডি
৩৪। ডাঃ শ্রীবিমলকুমার বসু, এম, বি; ডি, এ।
৩৫। ডাঃ শ্রীঅশ্রুকুমার রায়, এম, বি; এল, এম; ডি, জি, ও; ডি, আর, সি, ও, জি।
৩৬। ডাঃ শ্রী জগদিন্দ্র কুমার দত্ত, এম, বি; ডি, ও, এম, এস।
৩৭। ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায়, এম, বি, বি, এস; ডি, টি, এম, এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
৩৮। কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।
৩৯। কবিরাজ শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র সেন, বি, এস, সি; এম, এ।
৪০। কবিরাজ শ্রীসুভাষচন্দ্র সেন, এম, বি; ডি, টি, এম।
৪১। কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত, এম, এ, এস, এফ; বৈদ্যশিরোমণি।
৪২। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ গুপ্ত, আয়ুর্ব্বেদতীর্থ।
৪৩। কবিরাজ শ্রীমতী অমিয়বালা দেবী।
৪৪। কবিরাজ শ্রীআনন্দ রায়, এম, এ; এস, এফ; আয়ুর্ব্বেদতীর্থ;

যে সকল অধ্যাপক, চিকিৎসক ও কর্ম্মীবৃন্দ অশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হৃতগৌরব আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় যে সকল পরলোকগত অধ্যাপক, চিকিৎসক ও কর্ম্মিবৃন্দ অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা
প্রমানিত

বৈদ্যনাথ ঔষধ

সদা ব্যবহার করুন

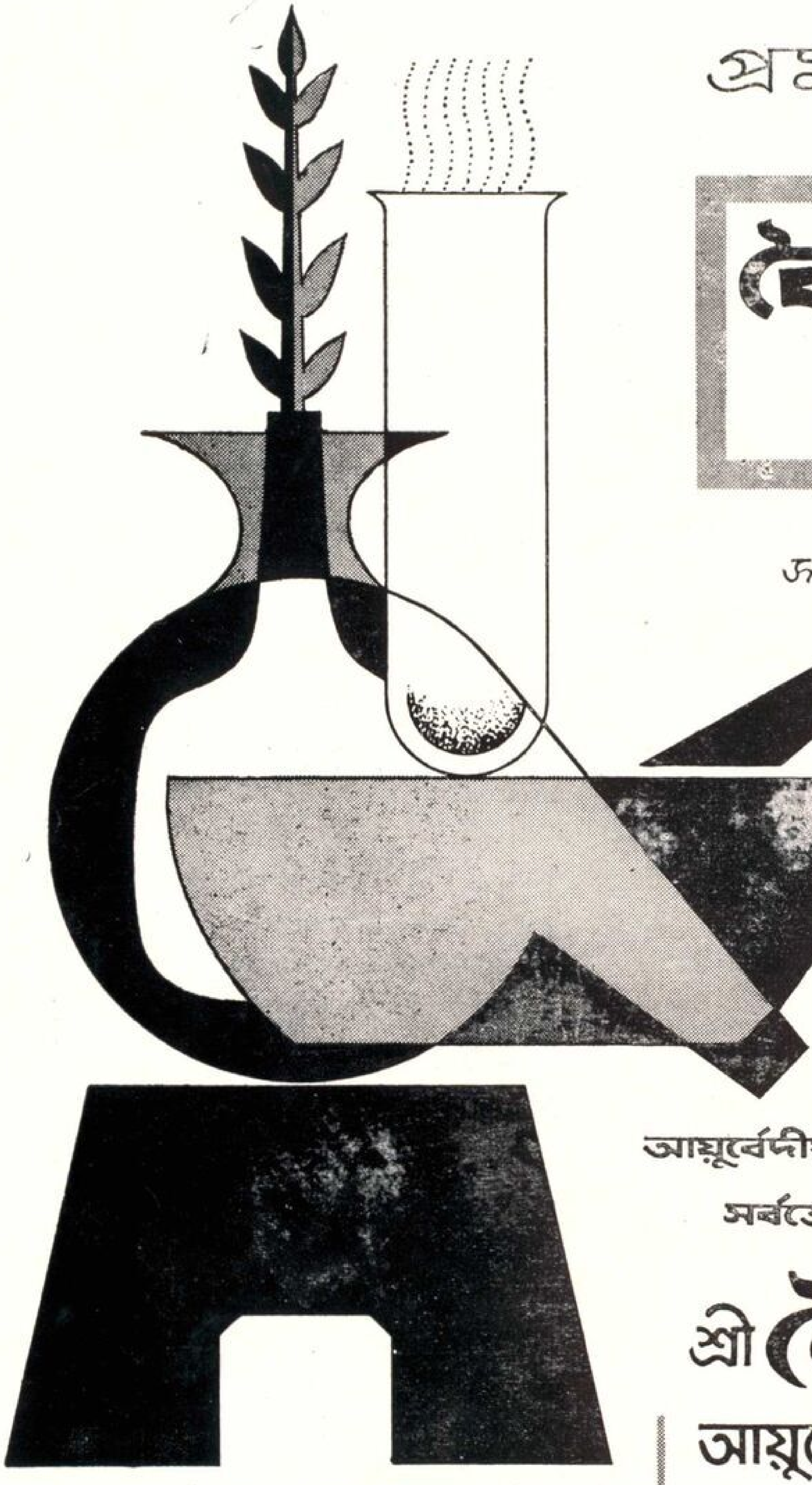

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

শ্রী বৈদ্যনাথ
আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা · পাটনা · ঝাঁসী · নাগপুর · এলাহাবাদ · নৈনী

বৈদ্যনাথের ঔষধাবলী ভারতের সর্বত্র ৪০০ বিশিষ্ট এজেন্ট ও ৩০,০০০ এজেন্ট মারফৎ সর্বত্র একই দামে সরবরাহ হয়।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ

(১৯৪২—১৯৫১)

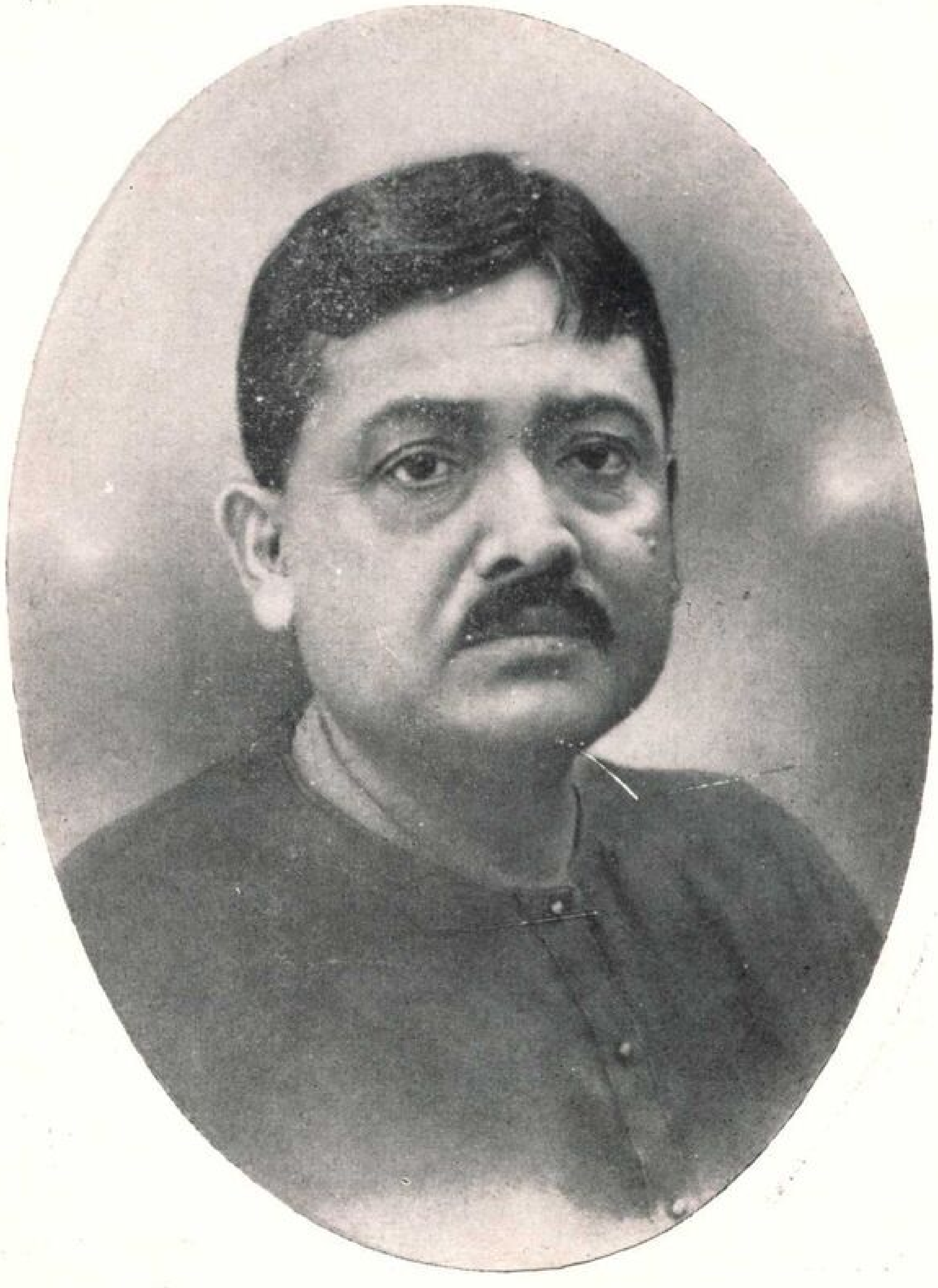

বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন সেন।
কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ।

INSIST ON

this symbol of quality

W. B. GOVT.

QUALITY MARKING SCHEME

to ensure **SERVICE • STANDARD • DURABILITY**

WEST BENGAL GOVT.'S
QUALITY MARKED

SPORTS GOODS

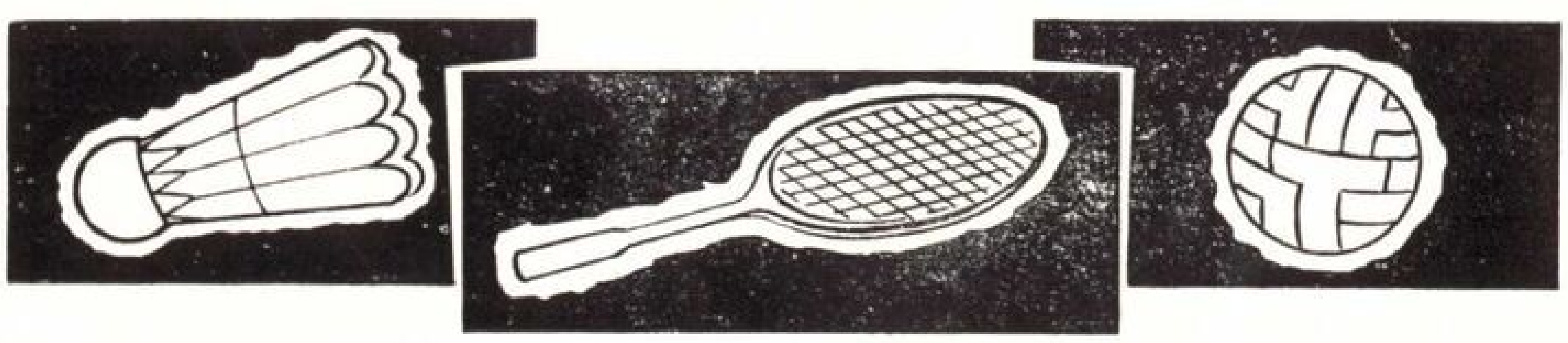

Manufactured according to I. S. I. Specifications

DIRECTORATE OF INDUSTRIES

14, HARE STREET (2nd. FLOOR) CALCUTTA-1
WEST BENGAL

WBG-43

আয়ুর্ব্বেদ বিল প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন ত্বরান্বিত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সচিব শ্রী বি, আর, গুপ্ত এবং সহকারী স্বাস্থ্য সচিব শ্রী এস, কে, চক্রবর্ত্তী, শ্রীনীরেন্দ্র মোহন চৌধুরী মহাশয়গণ যে সক্রিয় সহযোগিতা ও তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের সকলকে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য ইহার প্রথম প্রশাসনিক আধিকারিক (Administrative Officer) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমাধবেন্দ্র নাথ পাল, এম, এস, সি, মহাশয়ের নিয়োগে আমরা গভীর সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাকে আমাদের সহযোগপূর্ণ সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার যুগ্ম সম্পাদক

ডাঃ শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত

With best Compliments of

KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LIMITED.

(Formerly : KESORAM COTTON MILLS LIMITED)

Manufacturers & Exporters of Cotton Textiles of all varieties—such as : Greys, Long Cloths, Mulls, Poplins, Superior Lenos, Shirtings, Coatings, Prints, Dhoties, Sarees, Flannels, Towels, Tapestries, Hosiery, Web Cloth and Stockinetts.

Largest Textile Mill in Eastern India

Mills :
Phone : 45-3281 (4 lines)
Gram : "SPRINWEAVE"
42, Garden Reach Road,
Calcutta-24.

Registered Office :
Phone : 22-3411 (16 lines)
Gram : "COLORWEAVE"
15, India Exchange Place,
Calcutta-1.

Managing Agents :

BIRLA BROTHERS PRIVATE LIMITED

MESSRS. INDIAN RUBBER MANUFACTURERS LTD.

WITH FOREIGN COLLABORATION.

Manufacture the followings :

Rubber to metal bonding, General Mouldings, Recovering of all Industrial and Printing Rollers, Rubber lining of Chemical Vessels, Tanks and Pipes, Solid Tyres, Rubber Roses, Rubber Sheets, Printing Blankets, Typewriter Platens, Neoprene Impregnated Cork Sheetings, Oil Seals, 'O' Rings, all rubber parts the Automobile Industry, Railways, Oil Industry, Jute & Cotton Mills, and many other miscellaneous items to customers' specifications.

Enquiry to Sole Selling Agents,

Telegram: 'MITHAL' Calcutta
Telephone: 23-6494/97

HINDUSTHAN GENERAL AGENCIES,

4, LYONS RANGE, CALCUTTA-1.

"যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় জুবিলী কমিটী"

পৃষ্ঠপোষক

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুল্য ঘোষ

সভাপতি

মাননীয় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

সহ সভাপতি

কবিরাজ শ্রীপরিমল কুমার সেনগুপ্ত

ডাঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত

যুগ্ম সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীসূর্য্যকান্ত রায়

কবিরাজ শ্রীশঙ্কর প্রসাদ গুপ্ত

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীপুলিনবিহারী সাউ

সদস্যগণ

কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ
,, শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ
,, শ্রীবিনয়ভূষণ রায়
,, শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু
,, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়
,, শ্রীআনন্দ রায়
শ্রী শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায়
ডাঃ শ্রীমণীষ চন্দ্র প্রধান
কবিরাজ শ্রীকিশলয় রায়
,, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ গুপ্ত
,, শ্রীরবীন্দ্রমোহন গোস্বামী
,, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাশশর্মা
শ্রী শ্রীরবীন রায়

বিদ্যালয়ের কৃতি স্নাতক, পাতিপুকুর যক্ষা হাসপাতালের অধ্যক্ষ, প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, নিরলস ও একনিষ্ঠ কর্মী কবিরাজ বিনয় ভষণ রায়, ভিষগরত্ন; এল, এ, এম, এস মহাশয়ের আকস্মিক ও অকাল পরলোকগমনে এই প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি!

প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য পুত্র, প্রাক্তন সম্পাদক ও
যক্ষা হাসপাতালের অধ্যক্ষ

স্বর্গীয় কবিরাজ অমরভূষণ রায়

প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, বিদ্যালয়ের কৃতি স্নাতক
যক্ষা হাসপাতালের অধ্যক্ষ একনিষ্ঠ কর্মী

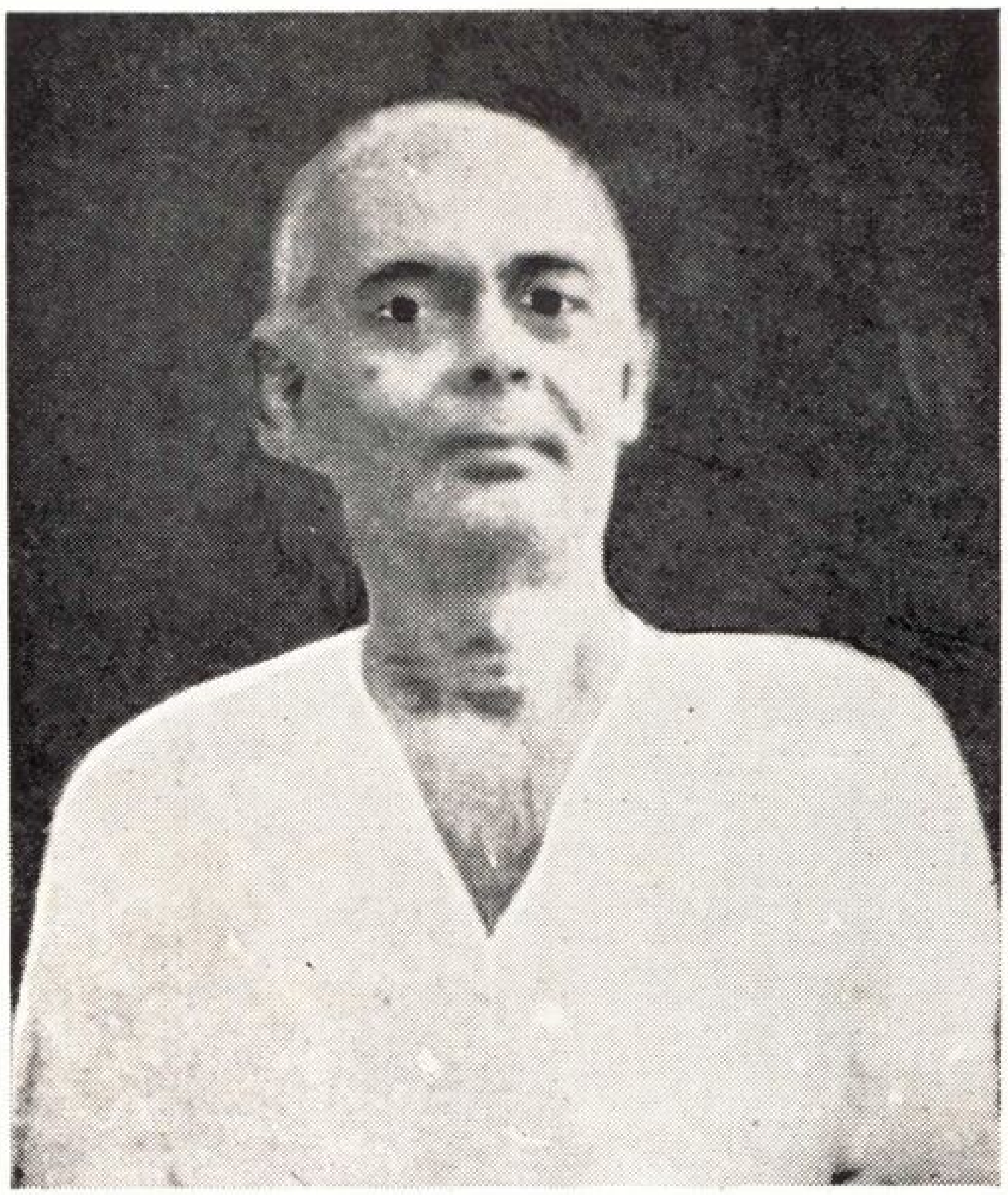

স্বর্গীয় কবিরাজ বিনয় ভূষণ রায়

A PIONEER OF NEO-AYURVEDIC APPROACH

M. N. Pal.

I. Introduction :

The Indian renascence in the nineteenth century is notable 'for its freedom of enquiry, its thirst for science, its large human sympathy, its pure and sifted ethics, its reverent but not uncritical regard for the past' (1) along with its 'new aspirations for the future' (1). The period around the sixth decade of the century witnessed the birth in Bengal of a large number of striking personalities, who, by their pioneering activities, opened the gateway to an epoch of educational, scientific and cultural revolution in Bengal. Some of these great sons of Bengal were Jagadish Chandra Bose (1858), Rabindra Nath Tagore, Prafulla Chandra Ray, Nilratan Sircar, (1861), Swami Vivekananda (1863) and Ashutosh Mukherjee, Ramendra Sundar Trivedi (1864), the birth Centenaries of whom have been or are being celebrated recently. The flourishing atmosphere of the age continued to give birth to many more brilliant Sons of Bengal, among whom the name of Kaviraj Jamini Bhusan Ray, Kaviratna, may be mentioned with profound pride and reverence for his priceless sacrifices in the cause of Ayurveda.

II. Education :

2. In 1879 at Payogram in the district of Khulna, born of a noble and illustrious father like late Kaviraj Panchanan Ray, Kavichintamoni, Jamini Bhusan had his early education at the village School, followed up by studies at the South Suburban School of Bhowanipur in Calcutta. An erudite scholar his father trained his son, Jamini Bhusan, in Sanskrit side by side wirh Western education. After passing out of the Entrance Examination, Jamini Bhusan, had his higher education from the Government Sanskrit College. He passed the M.A. Examination in Sanskrit, while he was a student in Calcutta Medical College. He took his M.B. degree in 1905, securing a gold medal and a first class certificate of honour for his high proficiency in Midwifery and Gynaecology. Initiated in the Auyrvedic studies at the feet of his able father, he completed the study of it, under the august tutorage of Mahamahopadhyaya Kaviraj Vijay Ratna Sen, the then leading Ayurvedic Physician.

III. Professional Activities :

3. Educated in the Western system of medicine, Jamini Bhusan (in 1906) started practising the Ayurveda, following the ancestral profession of the family. Observing the decadent professional position of Ayurveda, some of his medical friends tried to dissuade him from practising the same. To them, (it is said), Jamini Bhusan's bold and resolute reply was, "If nothing can be earned out of practice in Ayurveda, I shall prefer earning my livelihood by dealing in "Pachan", rather than practising medicine" (2). Initially, he took up the post of a Kaviraj

at a monthly salary of Rs. 40/- in the Bagala Marwari Hospital. With a view to reviving the pristine glory of Ayurveda, he made probably pioneering attempts for systematizing and standardising Ayurvedic medicines with scientific methods and precision and set up the Vaidyaraj Pharmacy to that end. Immediately after, he achieved phenomenal success. His name and fame spread far and wide in India and abroad. His fee of Rs. 4/- had to be enhanced to Rs. 32/- and while on attendance in muffusil areas, he used to charge a fee of Rs.1000/-(one thousand). It augmented the prestige of Ayurveda in the eye of Indian Chief, among whom those from Gwalior, Indore, Tipperah etc., often requisitioned his services. But at the same time, he used to treat the poor not only free of charges but provided them with free medicines as well.

4. Jamini Bhusan's wide practice and eminence in the Ayurvedic profession was recognised in his election as the President of the Seventh All India Ayurvedic Conference held at Madras in 1915. It is said that on that occasion, he being highly impressed with the Madras Ayurvedic College, where the All India Ayurvedic Exhibition was held in that connection, made a vow of establishing an Ayurvedic College in Bengal with a view to reviving Ayurveda in the modern light as modern time demanded.

5. On his return to Calcutta, he founded in 1916 the Ashtanga Ayurveda College and Hospitals in a rented house at 29, Faria Pukur Street. The full history of the College deserves to be narrated separately. The practical idealism of its founder attracted Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, who laid the foundation-stone of the buildings of the Institution on the 6th of May, 1925, in its present site at Raja Dinendra Street. Pupils from near and distant places in India, Nepal and Ceylon gathered there to learn at his feet the system of medicine of ancient India in collaboration with modern scientific discoveries and achievements. This institution was to him more than his life-blood. Aside from contributing Rs. 70,000/- (Seventy thousand rupees) towards the cost of construction of the buildings of the institution, he bequeathed prior to his death on the 11th August of 1926 in his last WILL the following properties of his for the cause of this institution :—

(a) 13 Cottahs of land at Ballygunj
(b) 6 Cottahs of land at Grey Street
(c) 12 bighas of land at Patipukur along with the buildings of his Garden House situated thereon (on which the present T.B. Hospital, attached to the institution, is located)
(d) Health recovery houses at Kurseong and at Ranchi

This princely munificance alone may well claim for its donor a memorable place in the domain of Ayurveda.

IV. **Academic Distinction :**

6. His indefatigable endeavours did not rest with the establishment of the Ayurvedic College and Hospitals. In order to help his students learn easily of the Ayurvedic system of Medicine, Jamini Bhusan wrote several text

books on "Salakya Tantra" (on ear nose and throat diseases), "Prasuti Tantra" (Midwifery), "Bisha Tantra" (Toxicology), "Kumara Tantra" (on Children diseases) and several others. His "Roga Binischaya" (the treatise on diagnosis of diseases) earned for him wide reputation. Apart from these, his book written in Bengali under the style of "Swastha Niti" in three parts, used for some years to be taught as prescribed text books on Hygiene in High English Schools. He also acted as examiner of the Benaras Hindu University and of various other Universities and Boards. Jamini Bhusan brought out a monthly Journal in Bengali entitled "Ayurveda", which was a very useful vehicle for propagating the ideas of Ayurveda and other medical affairs.

7. Jamini Bhusan was elected fellow of the Calcutta University. He was also a member of the Royal Asiatic Society and various other institutions.

V. His Outlook Towards Ayurveda :

8. Jamini Bhusan's reverent attitude towards the system of medicine of the ancient India, was subject to his Scientific bent of mind. As a true man of science, he kept 'a liberal and capacious mind, ever ready to be enlightened with fresh rays of knowledge'. (3). He regarded Ayurveda as 'a whole science of life' and so he held that 'it would be a retrograde policy if our reverence for the past blind us to the manifold improvements of modern science'. (3). He was fully aware of that 'want of proper culture (of the Ayurvedic system of medicine) according to right methods of investigation is mainly responsible for the neglect to which many parts of Ayurvedic science have been consigned.' (3) It appears from one of the general observations, made by the members of the Suddha Ayurvedic Education Committee (1963) that 'the Ayurvedic texts continued to assimilate all useful knowledge that came their way through the ages right upto the Moghul period' (4) This assimilative aspect of Ayurvedic system, so pointedly brought home to all concerned in 1963, caught the imaginative mind of Jamini Bhusan long ago. Conscious of these and of the stagnancy of Ayurveda lacking in the further progress in Surgery and Midwifery, Jamini Bhusan specially equipped himself with the knowledge of these subjects, so as to be truly able to regenerate the eight branches of Ayurveda. All these indirectly show the aversion of Jamini Bhusan towards 'a science remaining static,' which was large beyond measures. His aspirations therefore, were 'that greater facilities would be given to the systematic and scientific study of Ayurveda by the establishment of Colleges and hospitals, gardens for medicinal plants, well-stocked libraries and also by the collection of rare manuscripts and the publication of authentic treatises.' (3)

VI. Appreciation :

9. One of the significant observations made by the members of the Suddha Ayurvedic Education Committee (1963) relates 'to the inclusion of the study of comparative medicine in the Suddha Ayurveda Course, as it will keep the graduate abreast of latest trends in medical and scientific thought and by broadening his horizon, enable him to understand and appreciate better the basic principles of Ayurveda in relation to other systems of medicine.' (4) What is being broadly recognised in recent times of this Neo-Ayurvedic approach, so to say, was not

only conceived by Jamini Bhusan long before, but translated by him fully in his life as would abundantly appear from the foregoing paragraphs. He was thus far ahead of his times and he may, perhaps, with good reasons, be called a pioneer of this Neo-Ayurvedic approach. Well versed in the Western System of Medicine Jamini Bhusan, by the magnanimous dedication of his life and all, boldly helped paving the royal road to the practice of Ayurvedic system of medicine in all the glory and dignity of its own.

VII. **Acknowledgment :**

10. Grateful thanks are due to the authorities, of the J. B. Ashtanga Ayurveda Vidyalaya and Ayurvediya Arogyasala, who so kindly providedthis opportunity for paying the author's tributes to the revered founder of the Institution, on the occasion of the formal making over of the same to the Government of West Bengal for being run as a State Ayurvedic College and Hospitals.

Debts of thanks are also acknowledged to the authors and authorities of the following publications, which have been freely consulted. The numbers within brackets against the publications indicate the citations from these publications referred to above.

Publications :

1. An Advanced History of India—by Dr's. Majumdar, Raichaudhuri and Datta (1)
2. Ayurveda Prachar—Part I, Kartick 1337 B.S. (2)
3. Report of the proceeding of the Seventh All India Ayurvedic Conference and Exhibition held at Madras in December, 1915. (3)
4. Report of the Suddha Ayurvedic Education Committee, Government of India. (4)
5. Ayurveda Prachar, Part II, Jaistha 1338 B.S.
6. Ayurveda Mahamandal Ka Rajat Jayanti Grantha (Protham Bhag).
7. A short report of the growth and development of the J. B. Ashtanga Ayurveda Vidyalaya and Ayurvediya Arogyasala (7 January 1953).

ডাবর (ডাঃ এস্, কে, বর্মন) প্রাইভেট্ লিমিটেড

১৪২, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

With best Compliments of :—

BENGAL CHAKKI OWNERS CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

402, UPPER CHITPORE ROAD,
CALCUTTA-7.

With best Compliments of :—

S. SIRCAR & CO. (P) LTD.

10, Government Place East Calcutta-1.

Dealers in Scientific Instruments.

Telegram : UTKLAURVED *Phone : 29*

UTKAL AYURVEDIC CO-OPERATIVE PHARMACY LTD.

ASKA ORISSA

(Manufacturers of Genuine Ayurvedic Medicines)

FELICITATE

Jamini Bhusan Astanga Ayurved Vidyalaya

on its transfer to

State Management

&

wishes it all success in its efforts

to

REVITALISE AYURVEDA

Your esteemed enquiries on everything Ayurvedic are Solicited.

এই পুস্তকের অধিকাংশ ব্লক মেসার্স র‍্যাডিয়ান্ট প্রসেসের বদান্যতায় পাওয়া গিয়াছে। এজন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিগত দশ বৎসরে আরোগ্যশালার মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা

বৎসর	অন্তর্বিভাগ	বহির্বিভাগ	যক্ষ্মা বিভাগ (পাতিপুকুর)
১৩৬১	২৩৪৫	৭০,৩৯৫	১৯২
১৩৬২	২৫০৮	৬৪,৮২৭	১৫৪
১৩৬৩	৩২৩০	৭০,৩১৪	১৩৬
১৩৬৪	২০৬৫	৭৩,০২৯	১৪৮
১৩৬৫	৪৪০৩	৮১,৫৭৫	১৫৭
১৩৬৬	১৯৭৫	৭৩,১২৭	১৪৬
১৩৬৭	১৯৬৩	৬৮,১১৩	১৫০
১৩৬৮	২১০১	৬০,০১৪	১৩৫
১৩৬৯	২২৭০	৪৫,৬৬৯	১৩২
১৩৭০	২০৭৬	৫৩,২৪৭	১৩৩
	২৪,৯৩৬	৬,৬০,৩১০	১৪৮৩

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অদ্যাবধি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
(জুন ১৯৬৪ অবধি)

এল. এ. এম. এস. ভিষগরত্ন	—	৮৬০
এম. এ. এম. এস.	—	৬৪
এম. এ. এস. এফ. বৈদ্যশিরোমণি	—	৬০
এম. এ. এস. এফ. আয়ুর্ব্বেদতীর্থ	—	৯৩
আয়ুর্ব্বেদতীর্থ	—	২৯
		১১০৩

"From here to Greece"

"Some five centuries before Christ, Hippocrates in his Materia Medica recommends several Indian plants mentioned in Ayurved of much anterior date, as for instance, Sesamum indicum (Tila), Nardostachys Jatamansi, (Jatamansi), Bowellia thurifera (Kunduru), Zingiber Offlcinal (Shringavera), Piper Nigrum (Maricht), etc. In the first Century of the Christian Era, Dioscorides, a Greek Physician, thoroughly investigated the medicinal virtues of many Indian plants which were then taken to the market of Europe, and incorporated in his extant book on Materia Medica"

DACCA AYURVEDIYA PHARMACY LTD.

A NAME AND A TRADITION TOO

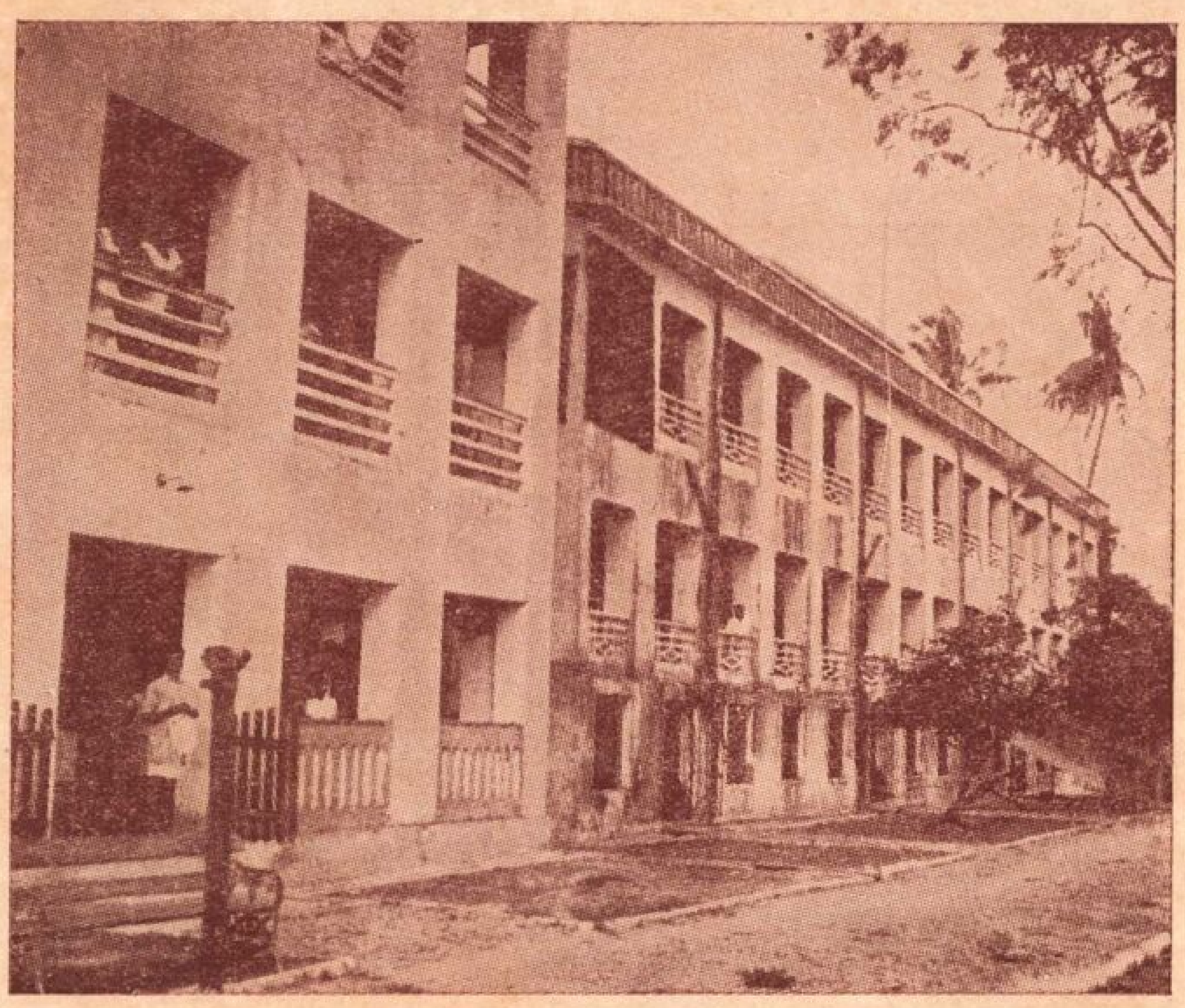

পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় জুবিলী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক
কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায় ও কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রন : আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৬
ব্লক : র‍্যাডিয়্যাণ্ট প্রসেস, কলিকাতা-১৩।
রিপ্রডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬